দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 FEB 1988
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম ... 1

008

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সদস্যদের উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট

শিক্ষকদের আর্থ সামাজিক মর্যাদা সমুন্নত রাখতে হবে

প্রেসিডেন্ট এরশাদ নির্বাচন পদ্ধতিতে উপযুক্ত পরিবর্তন আনার প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই পরিবর্তন এ জন্যে দরকার যাতে এই নির্বাচন পদ্ধতি শক্তি আর সন্ত্রাসের মুখেও অব্যর্থ প্রমাণিত হয় এবং যাতে ভাল আর শিক্ষিত লোকেরা নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ লাভ করতে পারে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, টাকা, শক্তি আর সন্ত্রাস যাতে নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ না করে সে ব্যাপারে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট গতকাল বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। শিক্ষকরা প্রেসিডেন্টের কর্মসূচী ও নীতিমালার সাথে একাত্মতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিপুলসংখ্যায় প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে গমন করেন। তিনি বলেন, তাঁর সরকার বিভিন্ন দেশের নির্বাচন পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখছেন। তিনি বলেন, উন্নয়নগামী দেশ হিসেবে জাতিকে অগ্রগতির পথে চালিত করার জন্য পার্লামেন্টে প্রতিভা আর সৎ চিন্তা অবশ্যই আমাদের আন্তরিকভাবে কাজে

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

প্রেসিডেন্ট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লাগানো দরকার।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ৩ মার্চের সংসদ নির্বাচন একটা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য নির্বাচন হতে হয়। তিনি বলেন, আমরা যদি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে চাই তাহলে নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। প্রেসিডেন্ট বলেন, গণতন্ত্রের জন্য ওকালতি করা আর সেই সাথে নির্বাচনের বিরোধিতা করা গণতন্ত্র বিরোধী ভূমিকারই প্রকাশ। একশ্রেণীর বিরোধী দলের এই মতামত তাদের স্বৈরাচারী চরিত্রের নগ্ন প্রকাশ। তিনি বলেন, এই ভূমিকা জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান। এই ফেডারেশনে রয়েছে সরকারী কলেজ, বেসরকারী-সরকারী স্কুল, মাদ্রাসা ও প্রাইমারী স্কুল সমিতিসমূহ।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী ও ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা এম, এ, মান্নান এবং ফেডারেশনের ইউনিট নেতৃবর্গ, তোফায়েল আহমদ, প্রিন্সিপাল এ রাজ্জাক, সৈয়দ আহমদ এবং নুরুল্লাহও এই উপলক্ষে বক্তৃতা দেন। বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শিক্ষকরা দেশে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। তাঁরা প্রেসিডেন্টকে আশ্বাস দেন যে, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিষয়কে তারা সমুন্নত রাখবেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, জাতি হিসেবে আমরা সন্ত্রাসবাদ ও শক্তিমদমত্ততার কাছে নতি স্বীকার করতে পারি না। তিনি বলেন, এ ধরনের হীনমন্যতা সামাজিক ও রাজনৈতিক রীতি ও পদ্ধতিকে ধ্বংস করবে।

শিক্ষকদের উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট বলেন, আপনারা শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত; ভবিষ্যৎ বংশধরদের গড়ে তোলার দায়িত্ব আপনাদের, সমাজে আপনারা অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও মর্যাদাসম্পন্ন স্থানের অধিকারী।

তিনি বলেন, শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য তিনি সম্ভব সব কিছুই করেছেন। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়— তাঁদের জন্য আরো অনেক কিছু করতে হবে এবং ইনশাল্লাহ আমি এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আমার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো।

প্রেসিডেন্ট বর্তমান শিক্ষা পরিবেশের উল্লেখ করে বলেন, কায়েমী রাজনৈতিক স্বার্থবাদীরা এই পরিবেশকে বিঘ্নিত করছে। ছাত্ররা যাতে নির্বিঘ্নে জ্ঞান আহরণ করে যেতে পারে সে জন্যে শান্তিপূর্ণ শিক্ষা পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান। শিক্ষকরা এ ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে সবরকম সমর্থন পাবে।

ধর্ম মন্ত্রী

এই উপলক্ষে ভাষণে ধর্ম মন্ত্রী মাওলানা এম, এ, মান্নান শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বাড়ানোর জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদের গৃহীত বিভিন্ন কল্যাণমুখী পদক্ষেপের বিবরণ দেন। তিনি বলেন, শিক্ষক সম্প্রদায় এবং সমগ্র জাতি শিক্ষার উন্নয়নে অবদানের জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, শিক্ষক আর প্রেসিডেন্ট এরশাদ বন্ধু এবং জাতির [illegible] রাখার ব্যাপারে [illegible]